যুগান্তর

তারিখ 14 FEB 2016
পৃষ্ঠা 28 কলাম 6

বিধি লংঘন করে নোবিপ্রবিতে ৫ শিক্ষক নিয়োগ

ভিসির বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, *নোয়াখালী*

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিধি লংঘন করে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) পাঁচ শিক্ষক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে ভিসির বিরুদ্ধে। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচার বিভাগের চেয়ারম্যানকে তার পদ থেকে সরানোর অভিযোগও উঠেছে ভিসির বিরুদ্ধে। তবে বিধি না মেনে নিয়োগের কথা স্বীকার করলেও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভিসি প্রফেসর ড. এম অহিদুজ্জামান।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ বছরের ১১ জানুয়ারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তিন মাসের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ না দেয়ার বিধান জারি করে। কিন্তু নোবিপ্রবির ভিসি এক মাস পর ৯ ফেব্রুয়ারি ৫ জন শিক্ষককে ৩ মাসের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেন। তারা হলেন—এগ্রিকালচার বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ড. আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ড. গাজী মো. মহসিন, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ড. দীরেন্দ্র নাথ বর্মন, একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নুরুল সোপা সেকান্দার শাজাদা ও এনভারমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড হ্যাজার্ড স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালাম।

এর মধ্যে ড. আতিকুর রহমান ভূঁইয়াকে এগ্রিকালচারাল বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর আগে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এ বিভাগের চেয়ারম্যান পদ থেকে মেহেদী হাসান রুবেলকে অপসারণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভিসি ড. এম অহিদুজ্জামান শনিবার যুগান্তরকে বলেন, এগ্রিকালচারাল বিভাগে বিদেশী ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগ করায় ওই বিভাগের প্রভাষককে চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ডিগ্রিধারী শিক্ষককে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এতে ক্ষতির কিছু নেই।

এদিকে, সদ্য নিয়োগ দেয়া পাঁচ শিক্ষকসহ অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে ভিসির বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, গত বছরের ২ জুলাই ভিসি নোবিপ্রবিতে যোগ দেন। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিধি লংঘন করে নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রায় ৬০-৭০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নোবিপ্রবির ভিসি প্রফেসর অহিদুজ্জামান। তবে বিধি লংঘন করে শিক্ষক নিয়োগ স্বীকার করে তিনি শনিবার যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সব বিধি মানা যায় না। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আমাকে শোকজ করলে আমি জবাব দিতে প্রস্তুত আছি।